জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দরাপত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 25th Nov 1959 { ২৮শ সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

চোরের সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তি

—০—

যে সুযোগ পেলেই পরের দ্রব্য চুরি করে, সে রাজাই হউক, মহারাজাই হউক, তার তস্কর-বৃত্তি সে ছাড়তে পারবে না। ভারত চীনেদের সঙ্গে ভাই ভাই সম্পর্ক পাতিয়ে কতই সোহাগ করতো। ছড়া বেরিয়ে গেল—**হিন্দী চীনী ভাই ভাই** এই কুটুম্বিতে পাতিয়ে চীনী ভাই হিন্দী ভাইকে কি রকম আক্কেল দিতে আরম্ভ করেছে! হিন্দী ভাই এর রাজ্যের মানুষ ধরে নিয়ে গেল। ৯ জনকে হত্যা করলো। এখন আবার খুন করা মানুষ-গুলির মৃতদেহ ফেরত দিয়ে, ধরে নিয়ে যাওয়া মানুষদের ছেড়ে দিয়ে পুরানো কুটুম্বিতা আবার মেরামত করার মতলব দাখিল করতে সুরু করেছে।

এরা হিন্দী ভাই এর বহুস্থান জবর দখল করে এখন হিন্দী ভাইদের মন ভুলিয়ে বহুদিনের বন্ধুত্বের দরদ বুঝে হিন্দী ভাইকে বোকা বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চায়। বলে—হামরা ১২ মাইল হটে আসি, তোমরাও ১২ মাইল হটে যাও তখন দুই ভাইয়ে মিলে মাপ করে জরিপ করে আবার যেইসা কা তেইসা হয়ে যাব। হিন্দী ভাই কাশ্মীরে এখনও হানাদার ভাইদের সঙ্গে সাপে নেউলে বাস করছে।

এক বিশ্বাসঘাতক নেমকহারামের হাতে পড়ে সরলপ্রাণ মুনিব শেষ অবধি

"তোরই শিল তোরই নোড়া
তোরই ভাঙলাম দাঁতের গোড়া"

ক'রে চুরির মামলা মিটিয়ে লিয়ে লাভ করলে।

একটা গল্প বলি শুনুন—হুসিয়ারপুরের বক্রনাথ মুন্সী দয়ানগরের জমিদার সরল কুমার রায় মহাশয়ের বাটীতে খাজাঞ্চীর কর্ম্ম করিতেন। বক্রনাথ মুন্সী বাস্তবিকই মুন্সী লোক। তাঁহার সকল কাজেই মুন্সীয়ানা, এমন কি সরকারী তবিল হইতে টাকা কেমন করিয়া নিজ তবিল সামিল করিতে হয় তাহাও যে তাঁহার অজানা ছিল এমন নহে।

আজ তিন বৎসর বক্রনাথের হিসাব নিকাশ হয় নাই।

জমিদার বাবু দেওয়ানজীকে এইবারে বক্রনাথের হিসাব পরীক্ষার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে দেওয়ানজী বক্রনাথকে যাবতীয় কাগজ প্রস্তুত করিতে বলিলেন ও তজ্জন্য মাত্র পনের দিন সময় দিলেন। মনের অগোচর পাপ নাই। বক্রনাথ বাবু যে কত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহা তাঁহার অজানা ছিল না। তিনি দেখিলেন—হাজার তিনেক টাকা তার তস্রুপাত করা নিকাশ আমলে সাব্যস্ত হইবেই। প্রভুভক্ত বিশ্বাসী ধর্ম্মভীরু দেওয়ানজীকে অর্থ দিয়া হাত করার উপায় নাই। সদর নায়েব মশায় হইলেও যা' হয় এক রকম করা চলিত। বক্রনাথ বাবু নিরুপায় হইয়া সদ্‌বুদ্ধি লইবার জন্য সেকালের বাঙ্গালা জানা অথচ নাম-জাদা পসারওয়ালা উকিল চক্রপাণি মিত্র মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। চক্রপাণি গ্রাম সম্পর্কে তাঁর খুড়া হইতেন। বক্রনাথের বিপদের কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া চক্রপাণি বাবু বার কত পাকা গোঁপে মোচড় দিয়া কপাল ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মস্তিষ্কে সদ্‌বুদ্ধির আমদানি করিলেন। এইবারে চক্রপাণির মুখখানি দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি যেন বক্রনাথের নিকাশরূপ শক্তিশেলের বিশল্যকরণী আবিষ্কার করিয়াছেন। চক্রপাণি খুড়া ভ্রাতুষ্পুত্র বক্রনাথকে মুরুব্বিয়ানা স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ছাখ বকা, তুই আমার বংশী দাদার ছেলে, তোর বিপদ আমি নিজের বিপদ ব'লে মনে করি। হ্যারে! তোর হাতে সরকারী তবিল এখনও আছে তো? বক্রনাথ বলিলেন—"আছে খুড়ো।"

খুড়ো বলিলেন—"তবে কুছ পরোয়া নাই, তুই তিন হাজার ভেঙ্গেছিস, আরও সাত হাজার বাড়ী নিয়ে আয়। ছয় হাজার তুই নিজে নিস্ আর এক হাজার আমার ফিঃ নয়—খরচা দিস্ তোকে বেমালুম বাঁচিয়ে দিব।" বক্রনাথ খুড়োর পরামর্শ মত তাহাই করিল। নিকাশে তাহার দশ হাজার টাকা ভাঙ্গা সাব্যস্ত হইল। জমিদার বক্রনাথের নামে তবিল তস্রুপাতের জন্য ফৌজদারীতে নালিশ করিতে উদ্যত হইলেন। উকীল চক্রপাণি এই সংবাদ পাইয়া সরলকুমার বাবুর বাটী বক্রনাথকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। জমিদার বাবুর সামনে বক্রনাথকে চোর, বেকুব, বোকা প্রভৃতি আখ্যা দিয়া কৃত্রিম তিরস্কার করিলেন। পরিশেষে সরল বাবুকে অনুরোধ করিলেন—দেখুন বকা আমার আত্মীয়, নিশ্চয়ই তার জেল হবে। আপনি যদি একটা রফা ক'রে নেন তবে আমি নিজে এই হতভাগার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা কোন রকমে দিতে পারি। এর বাবা আমার খুব বন্ধু ছিল। জমিদার বাবু দেখিলেন বক্রনাথকে ফাটক দিলে তার কি লাভ হইবে। বরং রফা করিলে অর্দ্ধেক টাকা ঘরে আসে। কাজেই রাজী হইলেন। বক্রনাথ শেষকালে যে সাত হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল তাহার এক হাজার খুড়ো লইলেন পাঁচ হাজার জমিদারকে দিয়া রফা হইল ও এক হাজার টাকা লাভ থাকিল।

নূতন অনারার ম্যাজিষ্ট্রেট

রঘুনাথগঞ্জ থানার ব্রাহ্মণটুলি গ্রামের শ্রীঅম্বিকা-চরণ দাস, বি-এল মহাশয় জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। গত ২০শে নভেম্বর শুক্রবার হইতে তিনি কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। তিনি ৭নং তেঘরি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ।

ফুটবলের সমাপ্তি ক্রীড়া

গত ২১শে নভেম্বর শনিবার সাগরদীঘি থানার বন্ধেশ্বর ইউনিয়নের তাঁতিবিড়ল মাঠে ডি. পি. এফ. সি. শীল্ড প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ক্রীড়া তাঁতিবিড়ল ফুটবল ক্লাব বনাম জরুর ইউনাইটেড ক্লাব দলে হইয়াছিল। জরুর দল জয়ী হয়। সাগদীঘি ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার সভাপতি ও রঘুনাথগঞ্জের উদীয়মান চিকিৎসক ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। নিমন্ত্রিত-গণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

রেলযাত্রীগণের অসুবিধা

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে ইঞ্জিনে জল লওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন হওয়ায় ডাউন ট্রেণগুলি ২নং প্লাট-ফরমে থামে। যাত্রীগণকে গাড়ী হতে নেমে ট্রেণছাড়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে রেল-লাইন পার হ'য়ে ষ্টেশন ঘরের সম্মুখ দিয়ে এসে রিক্সায় উঠতে হয়। রাত্রির ট্রেণের যাত্রীগণের কিরূপ অসুবিধা হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝতে পারবেন না। ঘটনাক্রমে যদি ১নং প্লাটফরমে মালগাড়ী থাকে তবে ত সুখের সীমা নাই। তখন সমস্ত প্লাটফরম ঘুরে আসতে হবে। রাত্রে ষ্টেশনে হ্যাসাগ বাতির ব্যবস্থা নাই। টিপটিপে কেরোসিনের আলোতে লাইন পার হয়ে যাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আমরা এ সম্বন্ধে বহুবার অনুযোগ করা সত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেন না।

নিমতিতা ধুলিয়ান মোটর সার্ভিস

নিমতিতা রেল ষ্টেশন হইতে ধুলিয়ান পর্য্যন্ত প্রত্যেক ট্রেণে ২।৩খানি মোটর চলাচল করে। যাত্রীর সংখ্যাধিক্যের জন্য গাড়ীর ছাদে ও পার্শ্বে লোক লওয়া হয়। ইহা যে কত বিপজ্জনক তাহা সকলেই অবগত আছেন। প্রত্যহ খবরের কাগজ খুলিলেই কোন না কোন স্থানের মোটর দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। আমরা এই বিষয়ে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের ও জঙ্গিপুর মহকুমা পুলিশ অফিসার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পিতলের আনি ও আধ আনি ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বাতিল

১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কেন্দ্রীয় সরকার হলদে রঙের আনি ও আধ আনি প্রত্যাহার করিয়া লইবেন। এই বিজ্ঞপ্তি সব জায়গায় প্রকাশিত হওয়া সত্বেও স্থানীয় রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর সহরের অনেক দোকানে উহা লইতেছে না। এখন উহা না লইলে অযথা ঝগড়া-ঝাঁটির সৃষ্টি হইবে। এ বিষয়ে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যাল রাস্তা

সমসেরগঞ্জ থানার নিকটস্থ রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। তরিতরকারী ও মাছের হাটের মধ্যে স্থানে স্থানে আবর্জ্জনা জমা হইয়া আছে। এ দিকে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকিলে জনসাধারণ উপকৃত হবেন।

মাছ ও তরিতরকারীর দর

স্থানীয় বাজারে মাছ ও তরকারীর দর অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহা সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। রাঢ় অঞ্চলের নবান্নের জন্য দর চরমে উঠিয়াছে। শাক ।০, ।/০, মূলা ।/০ বেগুণ ॥০, করলা ১।০, ১॥০, পটল ১॥০, ২৲, আলু ৸০, ছোট মাছ ১॥০—২৲, ইলিশ ২॥০—২৸০, বড় মাছ ২॥০—৩৲, হাঁসের ডিম প্রতিটা ৵০, মাংস ২॥০ সের।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

বিগত ২৪শে কার্ত্তিক তারিখের "জঙ্গিপুর সংবাদে" রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়া বাজারের নোংরা প্রবেশ পথ ও মিউনিসিপ্যাল রাস্তা অবরোধ সম্বন্ধে অনুযোগ করায় জঙ্গিপুরের সুযোগ্য মহকুমা পুলিশ অফিসার মহোদয় ঐ বিষয়ে বিহিত ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ঐ ব্যবস্থা যেন স্থায়ী হয় সেজন্য পুনরায় তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি।

লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

গত ১৮ই নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় গাঙ্গিন গ্রামের শ্রীবিষ্ণু মণ্ডল ও শ্রীসীতানাথ মণ্ডল ফতুল্লাপুর হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। পথিমধ্যে অন্ধকারে মারাত্মক অস্ত্রাদি লইয়া ৭।৮ জন লোককে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া তাহাদের ভয় হয়। সীতানাথ প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় তখন তাহারা বিষ্ণু মণ্ডলকে ধরিয়া জমির মধ্যে লইয়া গিয়া হত্যা করে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ইলেকট্রিকের খুঁটিতে ধাক্কা

গত ২৩শে নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যার সময় W. G. Q. 341 নম্বরের মোটর ট্রাক পিছন দিকে আসার সময় রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটীর মোড়ে ২১/১নং ইলেকট্রিক খুঁটিতে প্রচণ্ড ধাক্কা মারে। উহাতে খুঁটিটা জখম হইয়াছে। ইলেকট্রিক অফিসের কর্ম্মচারীরা রঘুনাথগঞ্জ থানায় খবর দেন। থানার এ. এস. আই ঘটনাস্থলে আসিয়া মোটর-চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরই ট্রাকখানি উধাও হয়। প্রকাশ যে চালকের নিকট লাইসেন্স ছিল না। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

রাত্রে ষ্টেশনে রিক্সার অভাব

এখন শীতের জন্য রাত্রি ৮-৫৫ মিনিটে ৩৪৫নং আপ ট্রেণে অতি অল্প সংখ্যক রিক্সা থাকায় সকল যাত্রী রিক্সা পান না। রাত্রিকালে ষ্টেশনে যানবাহন না থাকলে যাত্রীগণকে কি বিষম অসুবিধায় পড়তে হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। রিক্সা ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ এ বিষয়ে বিহিত ব্যবস্থা করে জনসাধারণের অসুবিধা দূর করুন।

জলসা

গত ৫ই অগ্রহায়ণ সেখদীঘি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আলহাজ্জ আনিসুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে এক মহতী ধর্ম্মসভা হইয়াছে। এই সভায় বহু জনসমাবেশে জনাব আবু তালেব চৌধুরী সাহেব, জনাব আবু তাহের সাহেব, জনাব আলহাজ্জ আলিমুদ্দিন সাহেব, জনাব আজিজুল হক সাহেব, জনাব নুরুল হোদা সাহেব, মুন্সি ইয়ার মহাম্মদ সাহেব, ও আরও অনেক বক্তা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া এই বিরাট জনসমাবেশকে সকাল ১০টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মুগ্ধ করিয়া রাখেন। সেখদীঘি জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব গোলাম মোস্তাফা সাহেবের প্রস্তাবটী—যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি সেখদীঘি বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ ও আসবাবপত্র ইত্যাদির খরচ দান করেন তবে তাঁহার নামে এই জুনিয়ার হাই স্কুল দেওয়া হইবে। ইহা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়।

শীতবস্ত্র দান

শীতের প্রকোপ দেখা দিয়াছে। এই সময়ে বন্যার্ত্ত দুর্গতদের কিছু কম্বল বিতরণ প্রয়োজন। কলিকাতার কোন বিখ্যাত সংবাদ পত্রে দেখিলাম যে সংকট ত্রাণে বিড়লা ব্রাদ্রার্স আমেদাবাদের "মহা গুজরাট সংকট নিবারণ ট্রাষ্ট" মাধ্যমে বন্যার্ত্তদের সাহায্যকল্পে নগদ ১১০০৲ ও ৪০০০৲ মূল্যের শীতবস্ত্র দান করিয়াছেন।

মোটর দুর্ঘটনা

গত ১০ই নভেম্বর সিউরী হইতে বোলপুরগামী একটী যাত্রীবোঝাই বাস হাট-ইকড়া পুলের নিকটতর স্থানে একটী গরুর গাড়ীকে আগাইতে গিয়া উল্টাইয়া যায়। ফলে ঘটনাস্থলেই গাড়ীর কণ্ডাক্টার মারা যায়। একজন যাত্রীর পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া যায় এবং বহু যাত্রী জখম হয়। ব্যাপারটী এখন পুলিশ তদন্তাধীন। পুলিশ গাড়ীর ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করিয়া জামিনে খালাস দিয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলার দুর্গাপুর আসানসোলের মাঝে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ঐ দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সাতটী মোটর লরী দুর্ঘটনা ঘটে এবং একজন মারা যায় ও সাতটী জখম হয়।

বন্যাত্রাণ প্রসঙ্গ

কালনার "পল্লীবাসী" পত্রিকায় শ্রীসদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বন্যাত্রাণ প্রসঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

বন্যার্ত্তদের জন্য সরকার যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা অপর্য্যাপ্ত নহে এবং যদি ঐ সকল বিলি বণ্টন ধীর ভাবে সুবিবেচনা সহকারে করা হয় যদি উহা প্রবঞ্চকদের হাতে না পরে তবে বন্যার্ত্তগণ হয়ত সামলাইয়া উঠিতে পারিবেন। দোষ কি হইতেছে সকলের জানা দরকার। দেখা যাইতেছে যে যেখানে রেশনকার্ডের মাধ্যমে খাদ্যাদি বিলি হইয়াছে সেখানে অপব্যয় কম হইয়াছে আর যেখানে এ বালাই ছিল না সেখানে প্রবঞ্চকদের লাভ হইয়াছে ষোল আনা আর প্রকৃত দুঃস্থরা কেবল ছুটাছুটি করিয়া হয়রান হইয়াছে। ... ...

বিশেষ ঘোষণা

জঙ্গিপুর মহকুমার ১৯৫৯ সালের বিধান সভার পূর্ণ তালিকা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে নিম্নলিখিত স্থানে প্রকাশ্যভাবে ঝোলান থাকিবে ২৫শে নভেম্বর হইতে ২৫শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। যদি কাহারও কোনও আপত্তি থাকে, তবে উক্ত সময়ের মধ্যে সংশোধনকারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহা পেশ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সমগ্র মহকুমায় মিউনিসিপ্যাল অফিস ও ইউনিয়ন বোর্ড অফিস সমূহে সংশ্লিষ্ট তালিকা ঝোলান থাকিবে।

৩০ ফরাক্কা কনষ্টিচুয়েন্সী—সংশোধন কর্ত্তৃপক্ষ সার্কেল অফিসার (N) নিমতিতা—প্রকাশের স্থান ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যাল অফিস।

৩১ সুতী কনষ্টিচুয়েন্সী—সংশোধন কর্ত্তৃপক্ষ সার্কেল অফিসার (N) নিমতিতা—প্রকাশের স্থান সুতী থানা।

৩২ জঙ্গিপুর কনষ্টিচুয়েন্সী—সংশোধন কর্ত্তৃপক্ষ ১। সার্কেল অফিসার (S) জঙ্গিপুর (রঘুনাথগঞ্জ থানার জন্য)। ২। বি. ডি. ও. সাগরদীঘি (সাগরদীঘি থানার জন্য) প্রকাশের স্থান এস. ডি. ও. অফিস, জঙ্গিপুর। 'মহকুমা প্রচার সংস্থা'

অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্ত্তন

কাঞ্চনতলা হরিসভার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ২রা ও ৩রা অগ্রহায়ণ অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়। বহরমপুর গোরাবাজার বিন্দু মঠের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়ক শ্রীগোপাল দাস বাবাজীর সুললিত কীর্ত্তন গানে শ্রোতাগণ ও ভক্তবৃন্দ বিশেষ মুগ্ধ হন। প্রায় দুই সহস্র দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতুষ্টি সহকারে ভোজন করান হয়। শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ দাস ও শ্রীমান্ সত্যনারায়ণ দাস অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা করিয়া এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

ভাবতার বোমা মামলার আসামীদের বিনাসর্ত্তে মুক্তিলাভ

বহরমপুর ২১শে নভেম্বর, ভাবতার হাজী সাহেব আবদুল আজিজ ও তাঁহার পুত্র বিধান সভার কংগ্রেস দলের সদস্য আবদুল হামিদের ভাবতাস্থ বাটীতে বোমা ও ঢাকা মস্লিম লীগের রসিদ ও কাগজপত্র প্রাপ্তির যে চাঞ্চল্যকর মামলা দীর্ঘদিন যাবৎ চলিতেছিল তাহার রায় অদ্য বাহির হইয়াছে। অতিরিক্ত সেসান জজ শ্রীপি, বসু অভিযুক্তদের বিনাসর্তে মুক্তিদান করিয়াছেন। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী রায়ে বিচারক বলেন যে—

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের ৫নং ধারা এবং নিরাপত্তা আইনের ১১নং ধারামতে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হইয়াছিল তাহা যথাযথভাবে প্রমাণিত হয় নাই। প্রথমতঃ যে ঘরে তালাবন্ধ অবস্থায় উক্ত দ্রব্যাদি ছিল সেই ঘরের দ্বিতীয় চাবি ব্যবহার করা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ ঘরের জানালা বন্ধ ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইলেও ফটোতে জানালা খোলা দেখা যায়। তৃতীয়তঃ ঘটনার সময় অথবা পরবর্তী অবস্থাতে অভিযুক্তদের আচরণ সন্দেহমুক্ত ছিল এবং যে ঘরে বোমা এবং কাগজপত্র পাওয়া যায় সেই ঘর তল্লাসী করিবার পর আর কোন ঘর তল্লাসী করা হয় নাই।

বিখ্যাত আইনজীবি শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জী বার-এ্যাট-ল, শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল, এ্যাডভোকেট অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করেন। পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীশিশিরকুমার বিশ্বাস সরকারপক্ষে উপস্থিত ছিলেন। 'জনমত'

বিজ্ঞাপন

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য স্কুলের হিসাবপত্র জানা অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ একজন করণিক আবশ্যক। মাসিক বেতন ও D. A. বোর্ডের নিয়মানুযায়ী। টাইপ জানা ব্যক্তির আবেদন অগ্রগণ্য। ১৫।১২।৫৯ তাং এর মধ্যে আবেদনপত্র বিদ্যালয়ের সম্পাদকের নিকট পৌছান চাই।

২০।১১।৫৯ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, সম্পাদক।

শরীর চর্চ্চা

মুর্শিদাবাদ জিমনাষ্টিক এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামী ২০শে ডিসেম্বর ১৯৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ দেহী প্রতিযোগিতা (মুর্শিদাবাদ শ্রী) অনুষ্ঠিত হইবে এবং ১৯৫৯ সালের কুস্তি প্রতিযোগিতা ২৫শে ডিসেম্বর হইতে সুরু হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট জনগণকে জানান যাইতেছে যে আমি মির্জ্জাপুর ইউনিয়ন কো-অপারেটীভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটী লিমিটেডের ১-৭-৫৮ তারিখ হইতে ৩০-৬-৫৯ তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব পরীক্ষা (Statutory audit) করিতেছি। উক্ত সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট পাওনাদার এবং/অথবা দেনদারগণকে তাঁহাদের উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত দেনা এবং/অথবা পাওনা টাকার হিসাব যাচাই করিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি। হিসাবে কোন প্রকার গরমিল দেখা গেলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট নিজ নিজ পাশবহি সহ ২৮-১১-৫৯ তারিখ মধ্যে উপস্থিত হইয়া হিসাব মিলাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। উক্ত তারিখ মধ্যে কোন প্রকার আপত্তি না উঠিলে, সমিতি প্রদত্ত হিসাব সঠিক বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইতি—২৪-১১-৫৯

শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়,
সমবায় সমিতি সমূহের অডিটার
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা মির্জ্জাপুর রেশম শিল্পী সমবায় সংঘ লিমিটেডের সভ্য ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে জানান যাইতেছে যে ২১।১১।৫৯ তারিখ হইতে ১৯৫৮-৫৯ সালের বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষা কার্য্য গ্রহণ করা হইতেছে। অতএব তাঁহারা যেন তাঁহাদের হিসাব উপরোক্ত তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে সংঘের অফিস কক্ষে উপস্থিত হইয়া বুঝিয়া লইয়া যান। অন্যথায় সংঘের হিসাব ঠিক বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

বি. সি. কুণ্ডু এণ্ড কোম্পানী
চার্টার্ড এ্যাকাউন্টান্টস্।

২১।১১।৫৯

শীতের দিনে-ও
ল্যানোলিন-যুক্ত বোরোলীন
আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

শীতের কন্‌কনে হাওয়ার হাত থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ফেস্ ক্রীম। নিয়মিত ব্যবহারে, ওষধিগুণ-যুক্ত, সুরভিত বোরোলীনের সক্রিয় উপাদান ত্বক-কে কোমল, অস্থণ ও সজীব ক'রে তুলবে আর আপনার অন্তর্লীন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের যত্নে নিজেকে রূপোজ্জ্বল করুন।

বোরোলীন
পরম প্রসাধন

বোরোলীনে—ল্যানোলিন আছে বলে শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও ঠোঁটফাটার হাত থেকে রক্ষা করে আর রুক্ষতম ত্বকের-ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে।

পরিবেশক : জি. দত্ত এণ্ড কোং
১৬, বনফিল্ড লেন • কলিকাতা-১

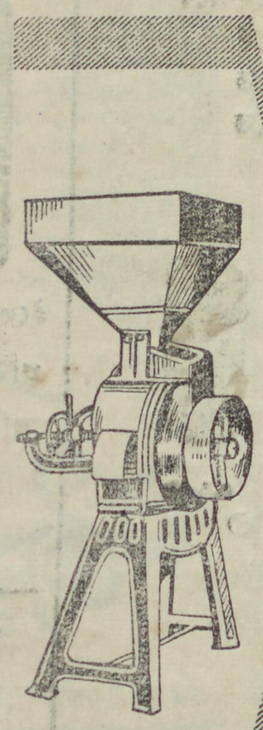

★আই,সি,আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের
ভাল মাদুর
★যাবতীয়
ঘানি, হলার
ও ধান
কলের পার্টস্
★ইমারতের যাব-
তীয় সরঞ্জাম।

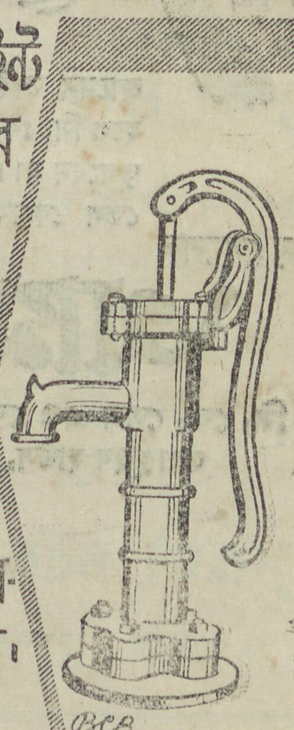

বিক্রেতা:—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৸০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।